প্রশ্নপত্র ফাঁস শিক্ষাক্ষেত্রে নৈরাজ

লিখেছেন **মোহাম্মদ উল্লাহ রিপন** ও **সাইমুম সাদ**, ছবি তুলেছেন **সোহেল মামুন**

চিত্র : ১

সারা দেশে পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের পিএসসি পরীক্ষা চলছে। পরীক্ষার প্রথম দিনই দিনাজপুরে ফাঁস হওয়া প্রশ্নপত্রের হাতে লেখা কপিসহ মাসুদ একাডেমি নামে একটি কোচিং সেন্টারের মালিক মাসুদ রানাকে আটক করে পুলিশ। মূল প্রশ্নপত্রের সঙ্গে তার কাছ থেকে উদ্ধার করা হাতে লেখা প্রশ্নপত্রে ১০০ ভাগ মিল পাওয়া গেছে। মাসুদ প্রশ্নপত্রের লোভ দেখিয়ে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে মোটা অংকের টাকা হাতিয়ে নেয়।

চিত্র : ২

চলতি বছর অনুষ্ঠেয় অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জেএসসি) পরীক্ষার ইংরেজি ১ম পত্রের প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়। পরীক্ষার একদিন আগেই পরীক্ষার্থীদের হাতে হাতে এসব প্রশ্নপত্র সরবরাহ করে একটি চক্র। প্রতিটি প্রশ্নের বিপরীতে এক হাজার থেকে দুই হাজার টাকা পর্যন্ত নেয়া হয়। ইংরেজি প্রথম পত্রের প্রশ্নের সঙ্গে বিক্রি হওয়া প্রশ্নপত্রের বি সেটের ১নং (সিন), ৩নং (আনসিন), ৪নং (টেবিল), ৭নং (রি-এরেঞ্জ), ৮নং (শূন্যস্থান পূরণ), ১১নংসহ (প্যারাগ্রাফ) অন্যান্য অংশের হুবহু মিল পাওয়া যায়।

চিত্র : ৩

চলতি বছরে অনুষ্ঠিত ঢাবির ভর্তি পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে। গ ইউনিটের পরীক্ষা শুরুর ১০ মিনিটের মাথায় ঢাকা কলেজ কেন্দ্রে দায়িত্বরত এক শিক্ষকের মাধ্যমে ওই প্রশ্ন ফাঁস হয়। পরে ফাঁসকৃত ওই প্রশ্ন সমাধান করে ক্ষুদেবার্তার মাধ্যমে পরীক্ষার হলে অবস্থানরত শিক্ষার্থীদের মোবাইলে পাঠানো হয়। এর আগে একই কেন্দ্র থেকে 'খ' ইউনিটের প্রশ্ন ফাঁস করে কোটি টাকা হাতিয়ে নেয় বেশ কয়েকটি সিন্ডিকেট। ঘটনার দিন বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে প্রতারক চক্রকে ধরতে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালানোর ঘোষণা দিলেও তাতে কাজের কাজ কিছুই হয়নি। উপরন্তু এক সপ্তাহ পর একই সিন্ডিকেটের মাধ্যমে দ্বিতীয়বারের মতো প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনা ঘটে।

প্রশ্নপত্র ফাঁস হয় যেভাবে...

বরাবরই বিজি প্রেস থেকে প্রশ্ন ফাঁস হয়। সরেজমিন খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, বিজি প্রেসের কম্পোজিং শাখার -প্রুফ রিডিং [illegible] একটি সংঘবদ্ধ চক্র মুখস্থবিদ্যার মাধ্যমে প্রশ্নপত্র ফাঁস করে। একটি প্রশ্নপত্র কয়েকজন মিলে ভাগ করে তা মুখস্থ করে। অনেক সময় এখানকার কেউ কেউ আন্ডারওয়্যারের ভেতর লুকিয়ে প্রশ্নপত্র বাইরে সাপ্লাই করে। মূলত এখান থেকেই শুরু। এরপর এখান থেকে মুঠোফোন, ফেসবুকের কল্যাণে ছড়িয়ে পড়ে সারা দেশে। কোথাও কোথাও ফটোকপি করেও বিক্রি হয়। প্রশ্নপত্রের বিনিময়ে জালিয়াত চক্রগুলো এখন প্রতিটি পরীক্ষার আগে প্রার্থীদের সঙ্গে নির্দিষ্ট পরিমাণ অংকের টাকা চুক্তি করে প্রশ্নপত্র প্রদান করে। সিন্ডিকেট চক্র পরীক্ষার কয়েক দিন আগে নির্দিষ্ট প্রার্থীদের সঙ্গে যোগাযোগ করে টাকা চায়। আর প্রথমদিকে যারা প্রশ্ন পান সেটি দিয়ে তারাও আবার বাণিজ্য করে। এভাবে পর্যায়ক্রমে চলতে থাকে প্রশ্ন বাণিজ্য। পরীক্ষা শুরুর আগ পর্যন্তই বিক্রি হতে থাকে প্রশ্নপত্র। এছাড়া আধুনিক প্রযুক্তির সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে মোবাইলে উত্তর প্রেরণের একটি চক্র তো আছেই। প্রায় প্রতিটি পরীক্ষার আগে তারা নির্দিষ্ট পরীক্ষার্থীদের সঙ্গে টাকার বিনিময়ে চুক্তি করে মোবাইল কিংবা মোবাইল অপশনযুক্ত ঘড়ির মাধ্যমে উত্তর প্রেরণ করে।

এর সঙ্গে জড়িত কারা

প্রাথমিক সমাপনীর প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করা হয় ময়মনসিংহে অবস্থিত ন্যাশনাল একাডেমি ফর প্রাইমারি এডুকেশন (নেপ) কার্যালয়ে। সেখান থেকে অনেকটা অরক্ষিতভাবেই প্রশ্নপত্র ছাপানোর জন্য বিজি প্রেসে পাঠানো হয়। এখান থেকেই কেউ কেউ প্রশ্ন ফাঁসের নেপথ্যে কাজ করেন। বিজি প্রেসের কিছুসংখ্যক কর্মকর্তা-কর্মচারীকেই হাত করে দেশের কোচিং সেন্টারগুলো নানা সময় জড়িয়ে পড়ে এই অপকর্মে। কিছু অর্থলোভী শিক্ষকও প্রশ্নপত্র ফাঁস করে।

প্রশ্নপত্র ফাঁসের ফিরিস্তি

১৯৭৯ সালের এসএসসি পরীক্ষায় দেশে প্রথম প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা ঘটে। আলোচিত ওই ঘটনায় তদন্ত কমিটিও গঠন করা হয়। পরবর্তীকালে ফের প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনা ঘটে ১৯৯১ সালে। এরপর ১৯৯৭ ও ১৯৯৮ সালে এসএসসি পরীক্ষা এবং ১৯৯৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্স প্রথম বর্ষে 'ঘ' ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগ ওঠে। ২০০৬ সালে ২৭তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁস হয়। ওই বছর ফাঁস হয় এমবিবিএস পরীক্ষার প্রশ্নপত্র। ২০০৭ সালে আবার এমবিবিএস পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁস হয়। একই বছর ফাঁস হয় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার্স দ্বিতীয় বর্ষের পরীক্ষার প্রশ্নও। ওই বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের মাস্টার্স পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়। ২০০৮ সালে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্সে ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র আবারও ফাঁস হয়। ২০০৯ সালের আগস্টে প্রশ্নপত্র ফাঁসের জন্য কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের ডিপ্লোমা ইন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে তৃতীয় সেমিস্টারের ১০টি বিষয়ের পরীক্ষা বাতিল করা হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইন্সটিটিউটের (আইইআর) ২০০৯-১০ শিক্ষাবর্ষে অনার্স প্রথমবর্ষ ভর্তি পরীক্ষার তিনটি সেটের সবই ফাঁস হয়। এ ঘটনায় ওই পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছিল। প্রশ্ন ফাঁসের সিন্ডিকেটের কয়েকজনকে গ্রেফতার ও তদন্ত কমিটিও করা হয়। তবে শেষ পর্যন্ত চক্রটি আইনের ফাঁকফোকর দিয়ে পার পেয়ে যায়।

২০১০ সালের ১৬ জুলাই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা কর্মকর্তা পদে নিয়োগের লিখিত পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁস হয়। এতে ওই পরীক্ষা বাতিল করে কর্তৃপক্ষ। ২০১০ সালের ২৮ আগস্ট উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা নিয়োগের লিখিত পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁস হয়।

কর্তৃপক্ষের বিশেষজ্ঞের মন্তব্য

চলমান অস্থিরতার কারণে তদন্তের কাজ এগোচ্ছে না

প্রশ্নপত্র ফাঁসের ফিরিস্তি থেকে দেখা যায় প্রায় প্রতি বছরই প্রশ্ন ফাঁস হচ্ছে। মিডিয়ায় এ নিয়ে লেখালেখি হলেও সব সময়ই কর্তৃপক্ষ একই মন্তব্য করেন, 'তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে, ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।' থানায় গেলে বলা হয়, জড়িতদের ধরার চেষ্টা চলছে, দোষী প্রমাণিত হলে তাদের আইনের আওতায় আনা হবে। কিন্তু কাজের কাজ তেমন কিছুই হয় না।

তারপরও এ ব্যাপারে কথা বলতে চাইলে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব **এমএম আশরাফুল ইসলাম** বলেন, 'প্রশ্নপত্র ফাঁসের সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে তদন্ত চলছে। কিন্তু দেশের চলমান অস্থিরতার কারণে তদন্তের কাজ এগোচ্ছে না। আমরা চেষ্টা করছি এর সঙ্গে জড়িতদের খুঁজে বের করতে।'

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর (ভারপ্রাপ্ত) **ড. আমজাদ আলী** বলেন, ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের বেশির ভাগ বহিরাগত। তবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেউ এ কাজের সঙ্গে জড়িত হলে অবশ্যই ব্যবস্থা নেয়া হবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইন্সটিটিউটের শিক্ষক **আলতাফ খান** বলেন, 'প্রশ্নপত্র ফাঁসের মাধ্যমে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা ভেঙে পড়ছে। অর্থলোভী অসাধুদের খপ্পর থেকে দেশের কোমলমতি শিশুদের বাঁচাতে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া জরুরি।'

আ:প্র: দে.